পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্মান নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

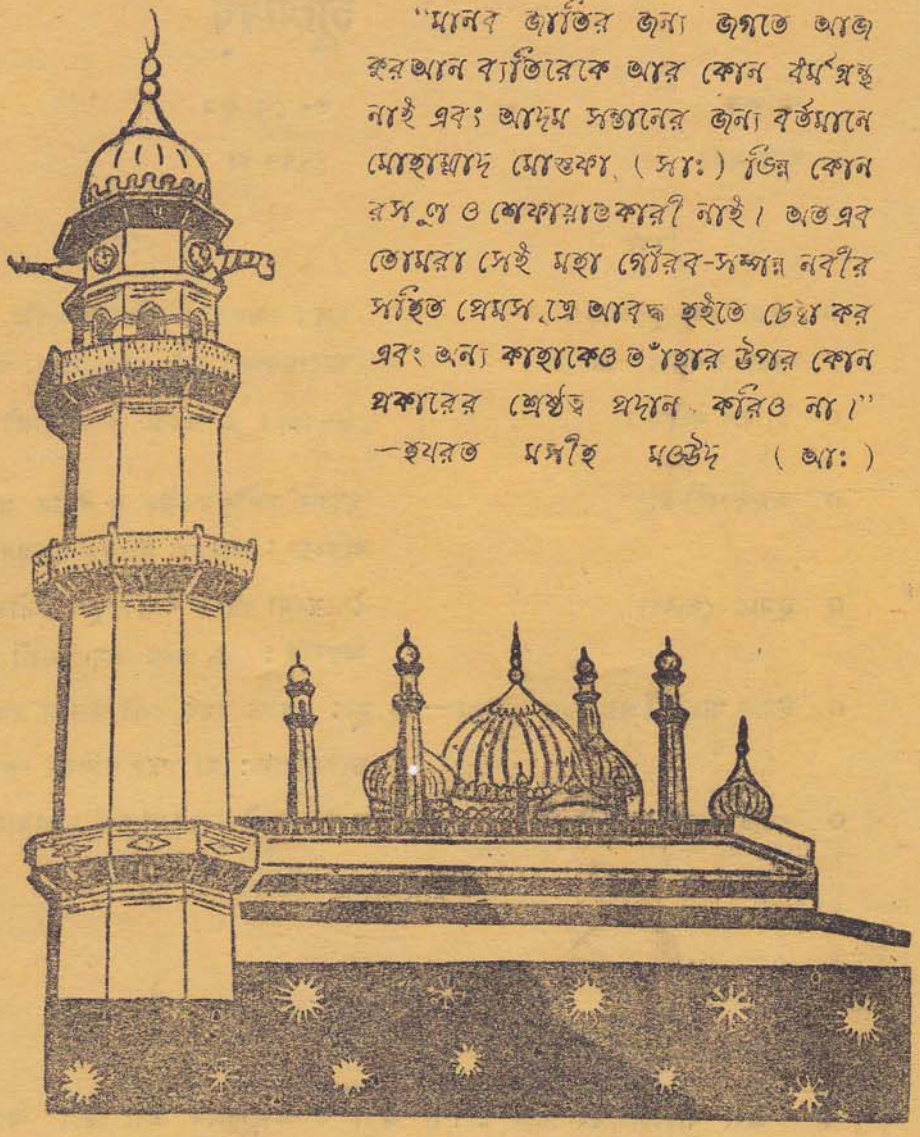

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৪ঠা সংখ্যা

১৫ই আষাঢ় ১৩৮৪ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৭৭ ইং : ১২ই রজব ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক	৩০ শে জুন	৩১শ বর্ষ
আহ্‌মদী	১৯৭৭ ইং	৪ঠা সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সুরা কওসার—(৪)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
০ অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
০ জুমার খোৎবা	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার	১১
০ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা—১৬	মূলঃ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২১
০ একটি জরুরী তাহ্‌রীক	জনাব আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদী	২৪

"এবং যাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাহাদিগকে তিলে তিলে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। যেদিন উহাকে দোযখের আগুণে উত্তপ্ত করিয়া উহার দ্বারা জমাকারীদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠে ছেঁকা দেওয়া হইবে, (তখন বলা হইবে), ইহা সেই বস্তু, যাহা তোমার বাসনার জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে, উহার স্বাদ গ্রহণ কর।" (সুরা তওবা-৫ম রুকু)।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৪ঠা সংখ্যা

১৫ই আষাঢ় ১৩৮৪ বাং : ৩০ শে জুন ১৯৭৭ ইং : ৩০ শে এহসান ১৩৫৬ হিজরী শামসী

তফসীরে কবীর'—

সূরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)। —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন আমরা কওসার বলিতে উহার মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত তাহার আলোচনা করিব। উপরে বর্ণিত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নবুওতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল বিষয় কওসারের অংশ। কওসার শব্দের দ্বারা এই দাবী করা হইয়াছে যে, ঐ সকল কামালাত যাহা নবুওতের অংশ এবং যে সব বিষয় নবুওতের সহিত গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত, সে সকল বিষয়ে তাঁহাকে কওসার দেওয়া হইয়াছিল। কারণ এক বা একাধিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বকে কওসার বলে না। ইহা সাধারণ কথা যে, মানুষের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট বা পারদর্শিতা রাখে, এবং অন্যে অন্য বিষয়ে। সকলে এক প্রকার হয় না এবং কোন এক ব্যক্তি সকল বিষয়ে গুণান্বিত হয় না। তেমনিভাবে নবীগণের মধ্যেও কেহ কোন এক বিষয়ে বৈশিষ্ট রাখিতেন, এবং কেহ অন্য বিষয়ে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখিতেন না। এ গৌরব একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হাসিল করিয়াছিলেন। মানব এবং নবী সুলভ সকল কামালাত বিষয়ে তিনি কওসার লাভ করিয়াছিলেন। অতীতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হইবেন না।

اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে কওসার শব্দের অর্থ خير كثير—خير—বহু কল্যাণ। خير

(খাইর) শব্দের অর্থ কল্যাণ এবং كَثِير (কসির) শব্দের অর্থ সব থেকে বেশী। ইহার মধ্যে পার্থিব বিষয়ের কোন কথা নাই। কারণ পার্থিব বিষয়ের কোন প্রকাশ্য রেকর্ড থাকে না যে অমুক অমুকের থেকে বড়। রেকর্ড কেবল আধ্যাত্মিক এবং আসমানী নে'মত সমূহেরই থাকে। সুতরাং মোকাবিলার প্রশ্নে কেবল ঐ বিষয়গুলি গণ্য হইবে, যে গুলিকে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ নবুওত এবং ধর্মীয় কামালাতই মোকাবিলা করার জন্য গণ্য করার বস্তু।

কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে خَيْر (খাইর) বিশেষণ ব্যবহার হইলে, উহার পরম ও চরম গুণ-সম্বলিত অবস্থাকে নির্দেশ করে। যখন নবুওত শব্দের সহিত এই বিশেষণের ব্যবহার হইবে, তখন নবুওতের সকল প্রকার কামালাত এবং প্রত্যেকটি কামাল চরম আকারে পাওয়া যাইতে হইবে এবং নবুওত বিরোধী সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত হইতে হইবে। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ) কওসার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিতে তিনি সংখ্যা ও গুণের দিক দিয়া সর্ববিধ কামালাত পূর্ণ আকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংখ্যা ও গুণের পূর্ণতার দিক দিয়া তিনি সকল নবীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেলেন।

মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কওসার শব্দটি তাঁহার খাতামান্নবীয়ীন হওয়া সপ্রমাণিত করিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, সাহাবা (রাঃ) তাঁহাকে প্রথম হইতেই কামেল এবং শেষ প্রতিশ্রুত শরীয়ত দাতা নবী মনে করিতেন। হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে সুরা আহযাবে খাতামান্নবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াত নাযেল হয়, অথচ সাহাবা (রাঃ) পূর্ব হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিভাবে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিতেন? আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চিন্তাধারাও ঐরূপ দেখা যায়। ইহা এই জন্য যে, নবুওতের সকল প্রকার কামালাত তিনি পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ আকারে প্রাপ্ত হন। ফলে তিনি সকল নবী অপেক্ষা আফযাল অর্থাৎ খাতামান্নবীয়ীন। সেই জন্য যখন তাঁহাকে সুরা আহযাবে খাতামান্নবীয়ীন উপাধি দেওয়া হয়, তখন সাহাবা (রাঃ)-এর মধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সম্বন্ধে তাঁহার নিজের এবং সাহাবা (রাঃ)-এর মনে পূর্ব হইতে ক্রমশঃ যে মর্যাদাবোধ জন্মিয়া গিয়াছিল, উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপাধিতে কেহ আশ্চর্য্য হয় নাই এবং কেহ কোন প্রশ্নও করে নাই। সুরা কওসারের নযুল তাঁহার মর্যাদা সম্বন্ধে সহি ধারণা গঠনে পূর্ব হইতে সকলকে সহায়তা করিয়াছিল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, কওসার বলিতে এমন এক দাতাকে বুঝায়, যাঁহার মধ্যে প্রভূত মঙ্গল পাওয়া যায়। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কওসার দেওয়ার ওয়াদার মধ্যে তাঁহাকে মহাকল্যাণে ভূষিত কোন অনুগামী দেওয়ার ভবিষ্যদ্বানীও নিহিত রহিয়াছে।

এখন আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কওসার লাভের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিব। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, কওসার শব্দের অর্থ কামালাতের দিক দিয়া (১) পরম আকারে পাওয়া এবং (২) বহুল ধারায় পাওয়া। এই দ্বিবিধ প্রকারের কল্যাণ লাভের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাবী কি ছিল। কারণ কাহারও পাণ্ডিত্যের দাবী থাকিলে, তাহাকে পাণ্ডিত্যের মানদণ্ডেই বিচার করিতে হইবে। পালওয়ানের মামদণ্ডে তাহার বিচার করিলে চলিবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন:

انا ارسلنا رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا۔

"হে জনগণ! নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট এক রসুল প্রেরণ করিয়াছি, যিনি তোমাদের পর্যবেক্ষক এবং তিনি সেই প্রকার রসুল যেরূপ আমরা মুসা (আঃ)-কে বনি ইসরাইলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।" (সুরা মুযাম্মিল)।

যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ) নবী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার তুলনা নবীগণের সহিত হওয়াই সুসঙ্গত ও যুক্তিগত এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাই করিয়াছেন।

দুনিয়ায় নবীকুলের মধ্যে মুসায়ী সেলসেলার নবীগণই প্রখ্যাত। তাঁহাদের ইতিহাস এক সীমা পর্যন্ত সংরক্ষিত। হিন্দুস্থানে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র নবী হইলেও, তাঁহাদের নবুওতের ইতিহাস সংরক্ষিত নহে। গীতা শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থ হইলেও, উহার মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধের এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। উহার মধ্যে তাঁহার দাবীর বিস্তারিত বিবরণ নাই। সুতরাং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সহিত তাঁহাদের তুলনার প্রশ্ন উঠে না।

বনি ইসরাইলের নবীগণের মধ্যে হযরত মুসা (আঃ) শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সেই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা প্রখ্যাত নবীগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার সহিতই আঁ-হযরত (সাঃ)-কে তুলনা করিয়াছেন। এখন তিনি যে সকল কামাল হাসেল করিয়াছিলেন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যদি তাঁহার অপেক্ষা বেশী কামাল হাসেল করিয়াছিলেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কওসার লাভের দাবী সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে তুলনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "নিশ্চয় আমরা তোমাকে কওসার

দিয়াছি।" অন্যদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। এই সত্য নিরুপনের জন্য এখন আমরা হযরত মুসা (আঃ)-এর জীবনের বড় বড় ঘটনাবলীর সহিত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের অনুরূপ ঘটনাবলীর তুলনা করিব।

(১) হযরত মূসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে আল্লাহর কালাম এবং রুহানীয়ত শিক্ষা দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। জনগণকে শিক্ষা দিতে শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য অপেক্ষাকৃত সুবিধা হয়। তওরাত ও কুরআন শরীফ হইতে আমরা দেখিতে পাই, যখন হযরত মুসা (আঃ) নবুওত লাভ করেন, তখন তিনি শিক্ষিত ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত রসুল করীম (সাঃ) আজীবন উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন, অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে আঁ-হযরত (সাঃ) কার্য সম্পাদনায় হযরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা বেশী কামিয়াবী হাসেল করেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের ইহা এক বড় প্রমাণ।

(২) হযরত মুসা (আঃ) যে জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহারা শিক্ষিত এবং সভ্য ছিল। তিনি যখন মিশরে যান, তখন মিশরী জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। তাহাদিগের সংস্পর্শে বনিইসরাইলও শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষিত ও সভ্য জাতিকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সহজ ছিল। তাহাদিগের মধ্যে নিযাম কায়েম করা ও জামাতি রুহ্ সৃষ্টি করাও অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাহাদিগের মোকাবেলায় হযরত নবী করীম (সাঃ) যে জাতির মধ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহারা ছিল অসভ্য এবং অশিক্ষিত। হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের এক ঘটনা বলিলে তাহাদের অবস্থা বিশেষ স্পষ্ট হইবে। যখন বাদশাহ কেসরার সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন একদিন কেসরা তাঁহার দরবারীদের বলিলেন, "মনে হইতেছে, তোমরা তাহাদের সহিত ব্যবহারে সঠিক পন্থা অবলম্বন কর নাই। তাঁহাদের সরদারের নিকট হইতে এক প্রতিনিধিদল ডাকিয়া পাঠাও, আমি স্বয়ং তাহাদিগের সহিত আলাপ করিব।" তদনুযায়ী যখন এক প্রতিনিধিদল কেসরার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা অসভ্য এবং মরা-হাজা বস্তু খাইয়া থাক। বাদশাহাতের সহিত তোমাদের কি সম্বন্ধ? আমি তোমাদিগকে অর্থ দিতেছি, তোমরা লইয়া যাও এবং আপন গৃহে গিয়া আরামে বসিয়া খাও। যদি তোমরা ফিরিয়া যাইতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি ওয়াদা করিতেছি যে, আমি তোমাদের প্রত্যেক অফিসারকে দুই আশরফী এবং প্রত্যেক সীপহিকে এক আশরাফী দিব।" যখন কেসরার কথা শেষ হইল, তখন প্রতিনিধিবর্গের নেতা, যিনি এক সাহাবী ছিলেন,

বলিলেন, "আপনি ঠিক কথা বলিয়াছেন। আমরা সত্যই অসভ্য ছিলাম। মরা-হাজা বস্তু খাইতাম, আমরা গোসাপ খাইতাম। এতীমগণের সহিত আমরা মন্দ ব্যবহার করিতাম। আমরা আমাদের মাতাগণকে বিবাহ করিতাম। এ সব দোষ ত্রুটি আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের প্রতি এক রসুল পাঠাইলেন এবং আমরা তাঁহাকে মানিয়া লইলাম। এখন আমাদের অবস্থা বদলাইয়া গিয়াছে। আমরা এখন আর সেই অসভ্য জাতি নই। এখন আমরা কোন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার নহি। আপনার এবং আমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এখন ইহার ফয়সালা যুদ্ধের ময়দানে হইবে। আশরফী এবং প্রলোভনে কোন কাজ হইবে না। যুদ্ধে হয় আমরা আপনাকে হত্যা করিব অথবা আমরা শহীদ হইয়া যাইব।" তখন বাদশাহ তাঁহার এক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এক বস্তা মাটি আন।" যখন চাকর মাটিভরা বস্তা আনিল, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "বস্তাটি তাহার মাথায় চাপাইয়া দাও।" অতঃপর তিনি সেই সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাও তোমাদিগকে আমি কিছু মাত্র দিতে প্রস্তুত নহি। তোমাদের মস্তকে মাটি নিক্ষেপ করিলাম।" সেই সাহাবী অস্বীকৃতি না জানাইয়া আদবের সহিত মাথা ঝুঁকাইয়া দিয়া, বস্তাটি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং এক লম্ফে বস্তা সহ ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন, "চল! বাদশাহ স্বহস্তে ইরানের যমীন আমাদের হাওয়ালা করিয়া দিয়াছেন।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিনিধিদল তীর বেগে দরবার হইতে বাহিরে হইয়া পড়িল। বাদশাহ মুশরেক ছিলেন এবং মুশরেকগণ কুসংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি সাহাবী (রাঃ)-এর কথায় কাঁপিয়া উঠিলেন এবং দরবারীগণকে সভয়ে বলিলেন, "দৌড়াও এবং উহাদিগকে ফিরাইয়া আন।" কিন্তু ততক্ষণে প্রতিনিধিদল তাহাদের ঘোড়া দৌড়াইয়া নাগালের বাহিরে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। আল্লাহতায়ালার অপূর্ব মহিমা, এই যুদ্ধেই মুসলমানরা ইরান জয় করে এবং কেসরা নিহত হয়। যাহা হউক, আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, হযরত মুসা (আঃ) যে কওম এবং দেশের মধ্যে কাজ করিয়াছিলেন, সেই জাতি ও দেশ শিক্ষা সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। তাহাদের যে পুরাতন স্মৃতি-চিহ্নসমূহ পাওয়া যায়, সে সবের মধ্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার এমারতসমূহ দেখ। উহাদের সম্মুখে আজকালকার এমারতসমূহ তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না। বিজ্ঞানের দিক হইতে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তখনকার রাসায়নিকরা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করার জন্য যে রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহার করিত, উহার দ্বারা সংরক্ষিত লাশগুলি দেখিলে আজও সজীব বলিয়া মনে হয়। এই লাশগুলিকে মমি বলা হয়। এগুলি কাপড় জড়ানো আছে। কাপড় তুলিলে মনে হইবে যেন কেহ ঘুমাইয়া আছে। পার্থক্য এই যে, দেখিতে কিছু শীর্ণ বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ এই আরক

আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা মমির গাত্র হইতে শুষ্ক ঔষধ লইয়া, উহার বিশ্লেষণ করিয়াছে। এই বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহারা যে আরক বানাইয়াছে, তদ্বারা একটি মৃতদেহকে ১০।১২ বছর সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু মিশরী রাসায়নিকগণ যে ঔষধ ব্যবহার করিত, উহার দ্বারা সংরক্ষিত লাশগুলি হাজার হাজার বৎসর যাবৎ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রায় ৩৫০০ বৎসরের লাশ সমূহ আজও সংরক্ষিত আছে। ইহা কত বড় সাফল্য, যাহার মোকাবেলা আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ করিতে পারে না। মিশরী জাতি স্বর্ণের কাজে পরাকাষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। ইহাও তাহাদিগের উন্নতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে আন্দাজ করা যাইতে পারে যে, যাহারা এই জাতির সহিত বাস করিত, তাহারাও কত উন্নত ছিল। সুতরাং হযরত মুসা (আঃ) এমন এক জাতির দ্বারা কাজ লইয়াছিলেন, যাহারা সভ্য ছিল এবং জাগতিক জ্ঞানে গুণান্বিত ছিল। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এমন এক কওমের দ্বারা কাজ লইয়াছিলেন, যাহারা নিজেদের মাতার সম্মান পর্যন্ত জানিত না এবং তাহাদিগকে বিবাহ করিত। ইহা ব্যতিরেকে তাহারা আরও বহু দোষে দূষিত ছিল। তবুও আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ কাজে সফলতা লাভ করেন এবং হযরত মুসা (আঃ) অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ঢের বেশী সাফল্য লাভ করেন।

(৩) হযরত মুসা (আঃ) যখন নবুওত প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট জানাইলেন যে, যে কাজের ভার তাঁহার উপর ন্যাস্ত করা হইয়াছে, উহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি একা উহার সম্পাদনা করিতে অক্ষম এবং এ জন্য তাঁহার একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন। তিনি আরও জানাইলেন, সেই সাহায্যকারী যেন তাঁহার রেস্তাদারদের মধ্যে কোন একজনকে করা হয়। যথা واجعل لى وزيرا من اهلى "এবং আমাকে একজন সাহায্যকারী দেওয়া হউক আমার রেস্তাদারগণের মধ্য হইতে।"

(সুরা তাহা, ২য় রুকু)

হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুভূতি লক্ষ্যনীয়। আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং তিনি বলেন, "আমি এ কাজ করিতে পারিব না।" খোদাতায়ালা তাঁহাকে এক কাজের ভার দেন এবং তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, যেন খোদাতায়ালা তাঁহার ক্ষমতা না জানিয়াই তাঁহাকে কাজের ভার দিয়াছেন। কেহ হয়ত বলিতে পারে যে তিনি এতদ্বারা তাঁহার বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় প্রকাশের একটা সীমা আছে। তওরাত পাঠে দেখা যায়, খোদাতায়ালা তাঁহাকে যতবার ফেরাউনের নিকট যাইতে বলেন, ততবার তিনি অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর কাজে একজন সাহায্যকারী চাওয়া এবং সেই সাহায্যকারী তাঁহার আত্মীয়ের মধ্যে হওয়া নির্ধারণ করা স্পষ্টতই নির্দেশ

করিতেছে যে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ প্রাপ্তির পরও অর্পিত কাজের সম্পাদনার জন্য পার্থিব সাহায্যের উপর ভরসা জ্ঞাপন করিয়া উহার প্রার্থী হইয়াছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমকে সম্বল করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কার্যে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। অথচ তাঁহার নিকট অতীত যামানায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আদর্শ, কার্যাবলী, নিদর্শনসমূহ ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইয়াদগার তখনও তাজা ছিল। ইহার মোকাবিলায় আরবগণের মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের ২৫০০ বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) আসিয়াছিলেন। মধ্যবর্তী সময়ে আরবগণের মধ্যে আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং নবীসুলভ কোন শিক্ষা-দীক্ষার ইয়াদগারও বিদ্যমান ছিল না। তবুও যখন হযরত জীবরাইল ফেরেস্তা আসিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বলিলেন, اقرء "পাঠ কর", তখন তিনি কোন পড়ালেখার কাজ করিতে হইবে ভাবিয়া বলিলেন ما انا بقارئ "আমি পড়ালেখা জানি না"। দ্বিতীয় বার যখন জীবরাইল (আঃ) একই কথা বলিলেন, তখনও তিনি পড়ালেখা না জানা হইলেও তাঁহার দ্বারা কাজ চলিবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার বলিলেন, 'আমি তো পড়ালেখা জানি না।" এই উত্তরের মধ্যে তিনি তাঁহার সুগভীর বিনয়েরও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার যখন জীবরাইল (আঃ) বলিলেন, "পাঠ কর", তখন তিনি দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠচিত্তে, জীবরাইল আঃ) যাহা যাহা পাঠ করিলেন, তিনি তাঁহার সহিত আবৃত্তি করিয়া গেলেন। যখন তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার উপর এক কার্যভার ন্যাস্ত করিতে চাহেন, তখন তিনি নিজ যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ক্ষমতা-অক্ষমতার চিন্তা না করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ মানিয়া লইলেন। তিনি অস্বীকারও করিলেন না, অক্ষমতাও জানাইলেন না এবং কোন প্রকার পর বা আপন জনকে সাহায্যকারী রূপেও চাহিলেন না। কাজের ভার যখন একা তাঁহার উপরই ন্যাস্ত হইল, তখন তিনি একাই উহা পালনে প্রস্তুত হইলেন। ইহা তাঁহার এমন এক ফযিলত, যাহা সকলের উপর তাঁহার মর্যাদাকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। হযরত মুসা (আঃ)-এর এক ছোট কাজের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহাকে মাত্র এক কওমের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাতে তিনি এক সাহায্যকারী চাহিলেন। অথচ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ-এর নিকট এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার দেওয়া হয়, তাঁহাকে সকল জাতির প্রতি এবং বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ ভার বহনে তিনি একাই ব্রতী হইলেন এবং কামিয়াবী লাভ করেন। ইহা হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর তাঁহার কত বড় ফযিলত প্রকাশক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

(ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮৭। হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন: একদা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ (রা) আমাদের নিকট বলিলেন: "যদি কাহারো কোনো জ্ঞানের কথা জানা থাকে, তবে তাহা বলা উচিত এবং যদি কাহারো কোনো কথা জানা না থাকে, তবে প্রশ্ন করা হইলে বলিবে: আল্লাহ্তায়ালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন। কারণ, ইহাও জ্ঞানেরই কথা যে, মানুষ যাহা জানে না, তাহা আল্লাহ্তায়ালাই সবিশেষ জানেন। আল্লাহ্তায়ালা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফরমাইয়াছেন: হে রসুল! তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোনো প্রতিদান চাই না এবং কষ্টপ্রণোদিত বা বানোয়াটকারী নই।"

('বুখারী, কেতাবুল এলেম,)

৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আম্‌র বিন্ আস (রাঃ) বলেন: আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস্ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি: "আল্লাহ্তায়ালা মানুষ হইতে ছিনাইয়া হস্তগত করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ওফাত দিয়া জ্ঞান তুলিয়া নেন। এমন কি অবশেষে কোনো আলেম থাকে না এবং লোকেরা জাহেল অজ্ঞদিগকে তাহাদের ইমাম বা নেতা করিয়া নেয়। যখন তাহাদিগকে ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাহারা না জানিয়া 'ফাতোয়া' (অভিমত) দেয় এবং নিজে বিপথগামী হয় এবং অন্যকেই বিপথগামী ও গুমরাহ্ করে।"

('বুখারী, কেতাবুল্ এলেম)

উলেমা ও বুজুর্গগণের সম্মান এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখার উপকারিতা

হযরত আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ) তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "ঐ ব্যক্তির আমাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের (গুরুজনের) প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করে না"

(তিরমিযি)

কুরআন মজীদ ও ইহার তেলাওত

৯০। হযরত উসমান বিন্ আফ্ফান (রাযিঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ভাল, যে কুরআন করীম শিখে ও অন্যকে শিখায়।"

('বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল-কুরআন)

৯১। হযরত রাফে বিন্ মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিলেন : "আমি কি তোমাকে মস্‌জিদ হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে কুরআন মজীদের সব চেয়ে বড় সুরাহ্ শিখাইব না? অতঃপর, তিনি আমার হাত ধরিলেন। যখন আমরা বাহির হইতে লাগিলাম, তখন আমি বলিলাম : আল্লাহ্‌র রসুল, আপনি কুরআন করীমের সব চেয়ে বড় সুরাহ্ আমাকে শিখাইবেন বলিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি (সাঃ) বলিলেন : "ইহা সুরাহ্ 'আল-হাম্‌দ'। ইহা 'সাব্‌য়াল্ মাসানী'। অর্থাৎ, ইহার সাত আয়াত বার বার নাযেল হইয়াছে এবং বার বার পাঠ করা হইবে। ইহাই সেই 'কুরআন আযীম' (মহান কুরআন) যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে।"

('বুখারী, কেতাব ফাযায়েলিল কুরআন)

৯২। হযরত বশীর ইব্‌নে মুন্‌যির (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ ললিত কণ্ঠে পাঠ করে না, আমাদের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।"

('আবু দাউদ, কেতাবুস্ সালাত)

৯৩। হযরত ইব্‌নে মস্‌উদ (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে ফরমাইলেন : 'কুরআন মজীদ শুনাও'। আমি হতবাক হইয়া নিবেদন করিলাম, 'আমি আপনাকে কুরআন মজীদ শুনাইব! অথচ কুরআন আপনার উপর নাযেল হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : 'অন্যের নিকট হইতে কুরআন মজীদ শুনিতে আমার বড় ভাল বোধ হয়'। তখন আমি 'সুরাহ্ নেসা' তেলাওৎ করিতে শুরু করিলাম। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম, "কি অবস্থা হইবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মৎ হইতে এক সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং উহাদের সকলের উপর তোমাকে (সাঃ) সাক্ষী করিব"। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্ অশ্রু ঝরিতে লাগিল।"

('বুখারী, হুস্‌নুস্ সাউতে বিল্ কিরআত)

৯৪। হযরত ইব্‌নে আব্বাস্ (রাঃ) বলেন : "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'যাহার কুরআন করীমের কোনো অংশই স্মরণ নাই, সে উৎসন্ন গৃহের ন্যায়।"

('তিরমিযি, কেতাব ফাযায়েলিল কুরআন,)

'হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ) : —এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

ইহা সত্যপরায়নতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার সময়। আল্লাহ্ তায়ালা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করিতে চাহেন।

আন্তরিকতা এবং খেদমত প্রদর্শনের ইহা শেষ ও চূড়ান্ত সুযোগ যাহা মানবজাতিকে দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহার পরে আর কোন সুযোগ আসিবে না।

"এখন সময় সংকীর্ণ। আমি বার বার এই উপদেশ দিয়া আসিতেছি যে, কোন যুবক যেন এই ভরসা না করে যে, আঠার বা উনিশ বৎসর তাহার বয়স, এখনও অনেক সময় তাহার হাতে আছে। সাস্থ্যবান তাহার শক্তি ও স্বাস্থ্যের উপরে যেন গর্বান্বিত না হয়। তেমনি অন্য কোন ব্যক্তি, যে উত্তম অবস্থার অধিকারী, সে যেন তাহার ঐশ্বর্যের উপর আস্থাবান না হয়। যামানা বিপ্লবমুখী ও আবর্ত্তনশীল। ইহা আখেরী যামানা। আল্লাহতায়ালা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এখন নিষ্ঠা, সত্যপরায়নতা ও বিশ্বস্ততা দেখাইবার সময়, এবং ইহা শেষ ও চূড়ান্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। এই সুযোগ ও সময় পুনরায় হাতে আসিবে না। এই সেই সময়, যে পর্যন্ত আসিয়া সকল নবীর ভবিষ্যদ্বানী নিঃশেষ হইয়া যায়। সেইজন্য সত্যপরায়ণতা ও নিষ্ঠা এবং খেদমত প্রদর্শনের ইহাই শেষ সুযোগ, যাহা মানবজাতিকে প্রদান করা হইয়াছে। এখন ইহার পরে আর কোন সুযোগ আসিবে না। অত্যন্ত হতভাগা হইবে সেই ব্যক্তি, যে এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারায়।

শুধু মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার গ্রহণ কোন কিছুই নহে। বরং তোমরা চেষ্টা কর এবং আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদিগকে সত্যপরায়ন ও নিষ্ঠাবানে পরিণত করেন। এ বিষয়ে অবহেলা ও শৈথিল্য করিও না, বরং সবিশেষ যত্নবান ও কর্মতৎপর হও এবং যে শিক্ষা আমি পেশ করিয়াছি, তাহা পালন করার চেষ্টা কর, এবং যে পথ আমি প্রদর্শন করিয়াছি, উহাতে আগুয়ান হও। (হযরত সাহেবজাদা) আবদুল লতিফ (শহীদ, রাঃ)-এর আদর্শ ও দৃষ্টান্তকে সর্বদা দৃষ্টির সম্মুখে রাখ। দেখ, তাঁহার দ্বারা কিরূপে নিষ্ঠাবান, সত্যপরায়ন ও বিশ্বস্তদের চিহ্নাবলী ও বৈশিষ্টারাজী প্রকাশিত হইয়াছে। এই নমুনা খোদাতায়ালা তোমাদের উদ্দেশ্য পেশ করিয়াছেন।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৩-২৬৪)

অনুবাদ : আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

জুমার খোৎবা

সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[রবওয়া, মসজিদ আকসা, ২৩/৪/৭৬ তারিখ]

আমরা আমাদের রব্বের সহিত এই ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছি যে, আমরা ইসলামের গাল্‌বা বা প্রধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কুরবাণী পেশ করিতে থাকিব।

যদি আমরা আমাদের এই ওয়াদা পূর্ণ করিতে থাকি, তবে খোদাতায়ালার ওয়াদা এই যে, যাবতীয় প্রতিকুলতা সত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিবেন।

খোদাতায়ালার উপর 'তাওয়াক্কুল' (ভরসা) রাখ এবং বিনয়াবিষ্ট হইয়া সব সময় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাক।

সুরাহ্ ফাতেহাসহ হুজুর নিম্নলিখিত আয়াতগুলি তেলাওত করেন :—

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ○ (ال عمران : ايت ١٦١)

لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ○ ولله ملك السموات والارض - والله على كل شيء قدير ○ (ال عمران : ١٨٩-١٩٠)

যে মসীহ ও মাহদীর সুসংবাদ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দিয়াছিলেন, আমাদের ইমান মোতাবেক তিনি আসিয়াছেন, এবং আল্লাহ্‌তায়ালার প্রদত্ত তৌফিকে আমরা মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সেই মহান আধ্যাত্মিক পুত্রকে সিনাক্ত করিয়াছি। আমরা তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছি। অর্থাৎ, আমরা আমাদের 'রব্ব্'—স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভুর সাথে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, যে উদ্দেশ্যে এই মসীহে মুহাম্মদী এবং ইমাম-মাহ্‌দী আলাইহেস্ সালামকে প্রেরণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে যে ইসলামকে সারা দুনিয়ায় গালিব ও জয় যুক্ত করা হয়, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে সব কুরবানী দ্বারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করিব, যেন খোদার এই বাক্য পূর্ণ হয় যে, এরূপ মানুষ পয়দা হইবে, যাহাদের প্রচেষ্টা এবং কার্য কবুল (গৃহীত) হইবে, ফলে ইসলামের সৌন্দর্য মানবহৃদয়কে জয় করিয়া লইবে এবং মানবজাতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদতলে

একত্রীভূত হইবে।

কিন্তু ইহা সাধারণ কাজ নয় পৃথিবীতে ধর্ম হিসাবে এখন ইসলামের মোকাবিলায় সর্বাপেক্ষা বড়, পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং ক্ষমতা, ধন ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ধর্ম হইল খৃষ্টান ধর্ম। তাহাদের নিকট এত ধন সম্পদ আছে, যাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের জন শক্তিও আছে। তাহাদের নেযাম (বা ধর্ম সংস্থা ও সংগঠন) যাহা শত শত বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা পুরাতন ও অকর্মণ্য হওয়া সত্ত্বেও, প্রাণহারা হওয়া সত্ত্বেও উহা এরূপ এক সংস্থা যে, আমার মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবন উৎস্বর্গকারী এই ধর্মে পাওয়া যায় এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ছড়াইয়া আছে। তাহাদের প্রচেষ্টার পিছনে রাষ্ট্র শক্তি আছে। তাহাদের কাছে অর্থ আছে, যদ্বারা তাহারা পুস্তক প্রকাশ এবং মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর ভ্রান্ত আপত্তি ও সমালোচনার ব্যাপক বিস্তার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অসংখ্য বই পুস্তক প্রকাশ করে। তাহাদের টাকা আছে। তদ্বারা তাহারা দুগ্ধ বিতরণ করে। গম বণ্টন করে। কাপড় দেয় এবং পার্থিব লোভ লালসা দিয়া তাহারা জগদ্বাসীকে তাহাদের দিকে আকর্ষণ করে।

উহাদের মোকাবিলায় একটি ক্ষুদ্র জামাত, যাহাদের না আছে রাষ্ট্রশক্তি, না আছে প্রভাব-প্রতিপত্তি, না আছে অর্থ, এবং তাহাদের চিত্তেও অর্থ লালসা নাই। তাহাদের হৃদয়ে একটি মাত্র ধ্যান আছে—'আমরা খোদাতায়ালার সমীপে আমাদের প্রাণ, আমাদের সম্মান, আমাদের সময় এবং আমাদের অর্থ ও সম্পদ পেশ করিয়াছি। আমরা খৃষ্ট ধর্মের মোকাবিলা যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে করিব, এবং আধ্যাত্মিক তত্বাবলী ও কার্যকর আদর্শ দ্বারা ইসলামকে আমাদের গালিব করিতে হইবে। আমরা মানব জাতির এক বৃহদাংশকে, আমরা মানুষের মধ্য হইতে এক মহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে খৃষ্ট ধর্মের কবল হইতে বাহির করিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে সমবেত করিব।

কিন্তু এই দুনিয়ায়, আজকের দুনিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে শুধু খৃষ্টান ধর্মই ত নয়, ইহুদীও আছে। সংখ্যায় ইহুদী সল্প হইলেও অর্থে অধিক। তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত যে, বর্তমান দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি অর্থাৎ, আমেরিকা, সেই প্রধান শক্তির প্রধান ব্যক্তি, যাঁহার হস্তে সেই প্রধান শক্তির সর্বোচ্চ ক্ষমতা রহিয়াছে, অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, তাঁহার পার্শ্বে যত জন পরামর্শ দাতা তাহাদের মধ্যে সাত, আট, দশ জন পরামর্শ দাতা, ইহুদী এবং তাহারা ঐ সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কারণ, সেখানকার সংবাদপত্র সমূহ, আমরা যাহাকে 'প্রেয়' বলি, তাহা ইহুদীদের হাতে। সেখানকার ব্যাংক ইহুদীদের হাতে। সেখানকার 'ফাইনেনস-

করপোরেশন' যাহা অর্থবিলির ব্যবস্থা করে, তাহা ইহুদীদের হাতে। সেখানকার যত মিল কারখানা, সবগুলিই ইহুদীদের হাতে। ঐ সব কারখানার মধ্যে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা গুলিও আছে।

ইদানিং কেহ আমাকে বলিয়াছে যে, একটি ইসলামী দেশে কোনো মহল হইতে আহ্‌মদীকে চাকুরীতে নেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিলে তথাকার সর্বপ্রধান রাজনৈতিক জননায়ক তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "যদি আমরা আহমদীদের বিরুদ্ধে আপত্তি করি, তবে এই আপত্তি এখানেই খ্যান্ত হইবে না বরং আগেও যাইবে। আমরা বিমান বাহিনীর জন্য যে যুদ্ধ-বিমান ক্রয় করিয়াছি, উহার মালিক ইহুদী এবং তথা হইতে যে টেকনিশনস্ ও পরিচালক ইহুদী আমলা আসিয়াছে, তাহারা শত শত সংখ্যায় আমাদের দেশে বিচরণ করিতেছে। অতঃপর, কালক্রমে তোমরা বলিবে যে, তাহাদিগকেও তাড়াও। সুতরাং এই যে দুনিয়ার কাজকর্ম এইগুলির উপর কোন আপত্তি করা উচিৎ নয় বরং যদি ইহুদী এবং আহমদীরাও আমাদের চাকুরীতে থাকে, তবে আমাদের সহ্য করিতে হইবে, আমাদের পরিবেশ ও আমাদের সমাজ জীবন নষ্ট করা চলিবে না।" বস্তুতঃ, বিমান নির্মাণ এবং অন্যান্য অস্ত্র-সস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিও ইহুদীদেরই হাতে। ইহুদীরা যদিও অল্প ও মুষ্টিমেয়, গোটা মানুষের মোট সংখ্যার তুলনায় তাহারা শতকরা অত্যল্প, কিন্তু তাহাদের নিজস্ব একটা নীতি আছে, যাহার ফলে তাহারা সব দুনিয়া জুড়িয়া ছড়াইয়া আছে। ১৮৭০ খৃঃ সনের দিকে পৃথিবীতে তাহাদের প্রভাব এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, আমি কোথাও পাঠ করিয়াছি, তখন ইহুদীগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষমতা (কোন এক দেশের নহে, বরং সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক শক্তি) ইহুদীদের হস্তগত হইবে এবং ইহুদী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কায়েম হইবে। অতঃপর, প্রথম যুদ্ধের পর ইউরোপ এবং রাশিয়ায় তাহাদের প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। রাশিয়ায় ত এই অবস্থা ছিল যে, পুস্তক গুলিতে লিখিত আছে যে রাশিয়ায় কম্যুনিজম স্থাপনের জন্য যে টাকা পয়সার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সম্পূর্ণ পুঁজী ইহুদীরাই লেনিন এবং তাহার সাথীদিগকে দিয়াছিল। তাহাদের সেখানে মাহা প্রভাব ছিল। আমি এক ইহুদী সম্বন্ধে পুস্তক বা সাময়িকিতে পড়িয়াছি যে মহাবিপ্লব ও বিপ্লবের সময় তাহাদের এত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে, যখন ইচ্ছা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে সে যাইতে পারিত। অথচ, রাশিয়ানেরা অন্যদের বিরুদ্ধে এবং অন্যেরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে কত সব নিয়ম কানুন প্রয়োগ করিয়াছিল। মোট কথা, ইহুদীরা এক জোটবদ্ধ শক্তি। তাহারা এক মহাশক্তি। সুতরাং যদিও তাহারা অত্যন্ত সংখ্যালঘু, তবুও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়া পুঁজীবাদ প্রধান দেশেও এবং সম্যবাদ-প্রধান দেশেও তাহাদের প্রভাব বিদ্যমান। তাহাদের মুকাবিলা আমাদের করিতে হইবে। ইহা লাঠি, বন্দুক

বা এ্যটম বম দ্বারা নহে। কারণ ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আজকের সত্যিকার মুসলমানকে এই সব অস্ত্র দেওয়া হয় নাই, বরং বিশুদ্ধ যুক্তি, প্রমাণ, অকাট্য দলীল দ্বারা এবং আসমানী বরকত ও নিদর্শন সমূহের দ্বারা তাহাদের মোকাবিলা করিতে হইবে। এই সব জিনিষ তাহাদের নিকট নাই। অন্য কথায়, আধ্যাত্মিকতার মোকাবিলা জড় শক্তির সহিত। জড়শক্তি ত তাহার প্রতিদ্বন্দীর জড়শক্তিকেই দেখে। তাহাকে দুর্বল বোধ করে এবং মনে করে যে, উহা জয়ী হইবে না। আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দীর রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তির আন্দাজ করে এবং বলে যে, আধ্যাত্মিক দিকে উহারা শুন্য বলিয়া আল্লাহ্‌র ফজল ও তাঁহার রহমতে ইসলাম উহাদের মোকাবিলায় বিজয়ী হইবে।

বস্তুতঃ, মাহ্‌দী আলাইহেস্ সালামের আগমনে আজকের মানব অধ্যুষিত এই জগতে এক মহা ধস্তাধস্তি ও আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবীতে মহা আন্দোলন, এক মহা কম্পন শুরু হইয়াছে। পৃথিবী এই চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য টল-টলায়মান। ইহার খবর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল যে, ইহা শয়তানের শেষ যুদ্ধ। অতঃপর, ইসলাম প্রেম, ভালবাসা, স্বীয় সৌন্দয্য ও উপকারিতা দ্বারা মানবহৃদয় জয় করিয়া চির দিনের জন্য মানুষে মানুষে বিরাজমান এই যুদ্ধের অবসান ঘটাইবে। কিন্তু এই চূড়ান্ত যুদ্ধে ইসলামের মোকাবেলায় কেবল মাত্র খৃষ্টান ও ইহুদীই নয়, বরং পৃথিবীতে ধর্ম ক্ষেত্রে হিন্দুও আছে।

তারপর, এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর অন্যত্র বিভিন্ন আরও মতাবলম্বী বাস করে। জাপানের নিজস্ব ধর্মীয় ভাব-ধারণা আছে। তাহারা ধর্মকে ক্লাবে পরিণত করিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশ, সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর সে এক ধর্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করে। তারপর ঐ শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া অন্য ধর্মমতে সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ, ধর্মক্ষেত্রে তাহাদের ধ্যান-ধারনা যাহাই আছে, তাহা ইসলামী ধারণা নহে, বরং ইসলাম বিরোধী। কিন্তু এরূপ যে, তাহারা মনে করে, উহা তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং ইহার ফলে তাহাদের এই সকল তথাকথিত মূল নীতি ও শিক্ষা যাহা প্রকৃতপক্ষে অধর্মের মূল এবং খোদাতায়ালা হইতে মানুষকে দূরে লইয়া যাওয়ার কারণ, ইসলামের শক্তি ইহাদের মৌল-উৎপাটনে অসমর্থ থাকিবে। ইহাদের সাথেও আমাদের মোকাবিলা।

তারপর, আজ অর্ধ পৃথিবী খোদাকে অবিশ্বাস করে। তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা পৃথিবী হইতে খোদার নাম এবং আকাশ হইতে খোদার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করিবে। শুধু এই ঘোষণাটাই একজন আহমদীর নিকট এরূপ, যাহা উহাদের অকৃতকার্যতার কারণ হইবে। কারণ, এরূপ মনে করা যে খোদা আকাশে আছেন, পৃথিবীতে নাই, মূলতঃ ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা। ইহার আসারতা যখন

সপ্রমানিত হইয়া যাইবে, তখন পৃথিবীবাসী বুঝিতে পারিবে যে, খোদার অস্তিত্ব এখানেও আছে। তিনি ত সর্বত্র বিরাজমান এবং তিনি এত শক্তি সহকারে এখানেও বিদ্যমান যে, মানুষের সাধ্য নাই যে তাঁহার মোকাবিলায় দাঁড়ায় ও কৃতকার্য হয় এবং খোদাতায়লার পরিকল্পনা সমূহকে ব্যর্থতায় পর্যবষিত করে। কিন্তু যাহাই হউক, পার্থিব দিক হইতে তাহারা এক মহাশক্তি, এত প্রবল শক্তি যে, ধর্ম প্রধান দুনিয়াও তাহাদিগকে ভয় করে। তাহারা এ্যটম বম এবং ধ্বংসাত্মক আরো উপকরণ তৈরী করিয়াছে। রাশিয়া এবং অন্য কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্ট দেশগুলিতে এবং ধর্ম প্রধান জগতেও কম্যুনিষ্ট বা সোসালিষ্ট যতগুলি গ্রুপ বা দল আছে, উহাদিগকে একত্রে মিলাইলে সংখ্যায় উহারা ধর্ম প্রধান জগৎ হইতে অধিক হইয়া পড়ে।

আমি যখন চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয়, যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আহ্‌মদীয়া জামাতের স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, ইহার উপমা ন্যূনকল্পে যদি কিছু দেওয়া হয়, তবে ইহার উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া মাওন্ট্ এভারেষ্টের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলে যে, সে এক কষাঘাতে এই পর্বত মালাকে ভূমিস্যাৎ করিবে। উক্ত শক্তি সমূহের তুলনায় এই উপমাটাও দুর্বল। কারণ, আজ আহ্‌মদীয়তের শক্তি পার্থিব দিক হইতে এই সব শক্তির মোকাবিলায় এতটুকুও নয়, যতটুকু হিমালয়ের মোকাবিলায়—যে হিমালয় ভূ-গর্ভেও গিয়াছে এবং আকাশের সাথেও কথা কহে—ঐ ব্যক্তির শক্তি, যে বলে যে, এক ঠক্করে সে উহাকে ভূ-চ্যুত করিবে। ইসলামের বিরুদ্ধবাদী ও ইস্‌লামের শত্রু, বা ইস্‌লাম সম্পর্কে গাফিল এবং ইসলামী সৌন্দর্য হইতে দূরে এবং খোদাতায়ালার সঙ্গে সম্বন্ধহীন, তাঁহার পরিচয় ও জ্ঞান শূণ্য জগতের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা উহা অপেক্ষাও কঠিন। ইহাদের মোকাবিলার জন্য খোদা আমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন: 'যাও, তোমরা ইহাদের মোকাবিলা কর এবং ইস্‌লামকে গোলিব কর, বিজয়ী কর।' আজ আহ্‌মদীয়াতের শক্তি উল্লেখিত উপমা অপেক্ষাও কম। কিন্তু খোদা আমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন: "বিচলিত হওয়ার কিছুই নাই। অবশ্য, এই শক্তিগুলি, এই দল গুলি এবং এই জনগণ মহা শক্তিশালী। কিন্তু আমার শক্তি অপেক্ষা ত ইহাদের শক্তি অধিক নয় এবং আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।' যদি এই সুন্দর, সুমিষ্ট আওয়াজ আমাদের কানে না পড়িত তবে ত দুইটির মধ্যে একটি ফল নিশ্চয় ফলিত। হয়ত মানুষ আহ্‌মদীয়ত ছাড়িয়া পলায়ন করিত বা পাগল হইত। কারণ দুনিয়ার বুদ্ধি ইত্যাবস্থায় আহ্‌মদীয়া জামাতের কৃতকার্যতার ধারণাও করিতে পারে না। কিন্তু আহ্‌মদীয়া জামাতকে শুধু দুনিয়ার বুদ্ধিই দেওয়া হয় নাই, বরং অহ্‌মদীয়া জামাতকে রূহানী ও নৈতিক প্রখর বুদ্ধি ও সুক্ষ্ম বোধ শক্তিও দেওয়া হইয়াছে। আহ্‌মদীয়া জামাতের আছে 'কুর্বে এলাহী'—ঐশী নৈকট্য। খোদাতায়ালার ফেরেস্‌তা আসিয়া খোদার

কালাম নাযিল করে এবং আহমদীয়া জামাতকে সান্ত্বনা দান করে। তিনি যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁহার 'কুদরত' হইতে কোন জিনিষ, কোনো অস্তিত্ব, বরং সমগ্র সৃষ্টি বাহিরে নয়, তিনি যদি আমাদের সঙ্গে না হইতেন, তবে ত আমাদের জীবনই বিপন্ন হইত। যদি এই সকল সুসংবাদ না থাকে, তবে ত আমাদের জীবনে কোনো তৃপ্তি নাই। অন্যথায়, উদ্বেগ অস্থিরতা ছাড়া আমাদের ভাগ্যে আর কি থাকে? কিন্তু আমাদের খোদাওন্দ করীম বার বার বলিয়াছেন, এই কাজ যদিও মহা কঠিন, দুনিয়ার দৃষ্টিতে অসম্ভব। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমার আহ্বানে সাড়া দিয়া এই কাজ সমাধানের জন্য দাঁড়াও এবং তোমাদের সাধ্যানুসারে তোমরা কুরবানী দাও। ফলে, খোদার ফজলে, তাঁহারই অনুগ্রহে তোমরা সফলকাম হইবে। কিন্তু সর্বপ্রকার কুরবানী দিয়া, অর্থের, সম্মানের, সময়ের, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের, সর্বপ্রকার কুরবানী করিয়াও মনে করিবে না যে, তোমরা কিছু করিয়াছ। কারণ, যে কাজ তোমাদের সপোর্দ করা হইয়াছে এবং যত গুরু দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যাস্ত, উহার মোকাবিলায় তোমরা কিছুই কর নাই। সুতরাং, অহঙ্কার, ও গর্ব যেন আসে না। পৃথিবীর মানুষ তোমাদিগকে উপহাস করিলে, পরওয়া করিবে না। তাহারা ঠাট্টা করিবে। কারণ, শক্তিদ্বয়ের পার্থিব দিক দিয়া পরস্পর কোনো তুলনাই হয় না। তারপর, আমাদের শক্তি, তাহা ত কেহ দেখিতে পায় না। উহা ত রুহানী (আধ্যাত্মিক) শক্তি। পৃথিবীর শক্তি আমাদের শক্তিকে 'শূন্য' (Zero) তুল্যও মনে করে না। তাহারা ত Minus মাইনাস' যুক্ত ভাবিতে পারে। অর্থাৎ শূন্য হইতেও নীচে। তারপর, কোন কোন সময় শয়তান এই ধোকা দেয় যে, মানুষ যাহা করে নাই, সে সম্বন্ধেও শয়তান তাহাকে বিভ্রান্ত করে। কুরআন করীম ইহা হইতে আত্ম-রক্ষার নির্দেশ দিয়াছে। কুরআন করীম এক মহা গ্রন্থ, 'আজিম কিতাব'। ইহা অকল্যাণময় সমস্ত পথই বন্ধ করিয়াছে এবং আমাদের সম্মুখে এক পরম সুন্দর শিক্ষা পেশ করিয়াছে। সুতরাং, খোদাতায়ালার 'তওফিক' বা সামর্থ্য দানেই ইন্‌শা আল্লাহুতায়ালা আহমদীয়া জামাত তাহাদের মনস্কামনায় সিদ্ধি লাভ করিবে এবং খোদাতা-য়ালার এই ওয়াদা পূর্ণ হইবে যে, এই যুগে ইসলাম সারা দুনিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিবে, ইস্‌লাম 'গালিব' হইবে।

হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন যে, ইহা এত বিরাট কাজ যে, ইহা এক বা দুই, পাঁচ বা দশ বংশধরেও সমাধা করিবার কাজ নয় বরং দীর্ঘ সময় ব্যাপী সঠিক, সহীহ্ ও মকবুল প্রচেষ্টা ইসলামের 'গালবা' আনয়ন করিবে। তিনি বলিয়াছেন যে, ৩০০ বৎসরের মধ্যে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে। কিন্তু কোনো কোনো নির্ণায়ক বা ইঙ্গিত-ইশারায় আমরা বুঝিতে পারি যে এই প্রচেষ্টা, এই জিহাদ বা রূহানী সংগ্রাম উহার উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিবে

ইহার জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং তখন কাজের অধিকাংশই সমাধা লাভ করিবে। অতঃপর, সামরিক পরিভাষায় যেমন বলা হয়, Mopping up operation-এর সময় হইবে। অর্থাৎ কোথাও কোথাও কিছু 'পকেট' এরূপ থাকিবে, যেগুলি ইসলামের দিকে মনোযোগ দিতেছে না, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে তৃতীয় শতাব্দীতে—বলা যায় না ১২০ বা ১৭০ বর্ষ পরে, কিন্তু যাহাই হউক তৃতীয় শতাব্দীতে এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের বাহিরে যাহারা থাকিবে, তাহাদের স্থান মেথর চামারদের অবস্থা হইবে, তাহার বেশী হইবে না। মেথর চামার ঘৃণা বোধক শব্দ নয়। বরং ইহা তাহাদের বঞ্চিত থাকার অবস্থা। তাহারা এরূপ মানুষ, যাহাদের ভাগ্যে খোদাতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করা জুটিবে না, যখন সমগ্র জগদ্বাসী খোদাতায়ালার প্রেম লাভ করিতে থাকিবে, যখন প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের হৃদয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমে পূর্ণ হইবে এবং তৎকালে খোদাতায়ালার রিজওয়ান্দী বা সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহ এই পৃথিবীতেই তাহারা দর্শন করিতে থাকিবে। উল্লিখিত মুষ্টিমেয় লোক ঐ সময়েও এরূপ হইবে যে, তাহারা মহা ঐশীপ্রেম হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

কিন্তু যেরূপ আমি বলিয়াছি, এই কাজ আমাদের শক্তি দ্বারা হইবে না—বরং আল্লাহ-তায়ালার মহা শক্তিসম্পন্ন হস্তক্ষেপের ফলে এই যাবতীয় বিষয়ই সংঘটিত হইবে। কুরআন করীম বিভিন্ন উপায়ে এই জিনিষটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। এখন আমি সুরাহ্ আল-ইমরানের যে আয়াতগুলি একত্রে পাঠ করিয়াছি, তাহাও এই বিষয়টিই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। ذ كـــر (উপদেশ দাও) সম্বলিত হুকুমের আধীনে আমি জামাতের বড়, ছোট, নর, নারীকে ইহা বলিতে চাই যে, আল্লাহতায়ালা বলেন :

ا ن ينصر كم الله فلا غا لب لكم

"যদি আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন, তোমাদের সাহায্য করেন, যদি তাঁহার শক্তি এবং তাঁহার প্রবল হস্তক্ষেপ তোমাদের পক্ষে থাকে, তবে তোমাদের উপর কেহ প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না।" ইহাতে আমাদিগকে এ কথাই বলা হইয়াছে যে 'যদি তোমাদের সম্বন্ধ খোদার সঙ্গে না থাকে এবং আসমানী সাহায্য তোমরা না পাও, তবে যে কাজ তোমাদের সপোর্দ করা হইয়াছে,, উহাতে তোমাদের বিজয় লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই। ইহার কল্পনাও তোমাদের হওয়া উচিৎ নয়।'

و ان يخذلكم فمن ذا الذى ينصر كم
من بعده -

"এবং যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করেন, তবে আবার কে আসিবে যে তোমা-দিগকে সাহায্য করে, যাহার সাহায্যে তোমরা জয়ী হইবে? কেহই না।" সুতরাং খোদার সাহায্য হইলেই তোমরা 'গালবায়ে ইসলাম' (ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার) সংক্রান্ত

মহা সংগ্রামে জয়ী হইতে পার এবং খোদার সাহায্য না হইলে, ইসলামের গালবার কল্পনাও অসম্ভব।

و على الله فليتو كل المو منون

"এবং যাহারা প্রকৃত মোমেন, তাহাদের উচিত, তাহারা যেন আল্লাহতায়ালার উপর নির্ভর [তওয়ক্কুল] করে। পৃথিবীর শক্তিগুলির উপর যেন ভরসা না করে এবং নিজের শক্তি, নিজের কুরবানীর ও ত্যাগের উপর এবং খোদার হুজুরে যাহা সে পেশ করিয়াছে, উহার উপরেও যেন ভরসা না করে, বরং সর্বশক্তিমান খোদায়ে কাদের ও তাওয়ানার উপর তাহাদের ভরসা হওয়া উচিৎ।"

পুনরায় খোদাতায়ালা বলেন যে, নিশ্চত জানিবে যে, ঐ সকল লোক আযাব হইতে নিরাপদ নহে, যাহারা তাহাদের কাজের ফলে স্ফীত হয়। কাজের ফলে স্ফীত দুনিয়াদার ব্যক্তিও হয়, এবং ধর্মের নামে গর্বকারীও হইয়া থাকে। ধর্মীয় দল তাহাদের সংগঠন ও শক্তির জন্যও স্ফীতি হয়। তাহাদের মাল ও দৌলতের কারণেও অহঙ্কারী হইয়া পড়ে। তাহাদের জন শক্তির জন্য গর্বান্বিত হয়। তাহাদের ফৌজ দেখিয়াও উল্লাসিত হয়। উল্লাসের সহস্র সহস্র কারণ আছে। বলা হয়, "আমরা আমাদের সৈন্য বাহিনীকে এত মজবুত করিয়াছি। আমরা আমাদের অর্থ সংস্থা এরূপ করিয়াছি, আমাদের কৃষি ব্যবস্থা এরূপ হইয়াছে, আমরা পানির এই ব্যবস্থা করিয়াছি, আমরা এটম বম তৈরী করিয়াছি।" প্রথমে ত ধর্ম প্রধান দল অর্থাৎ খ্রীষ্টান জগতই ইহা তৈরী করিয়াছিল, যাহারা Capitalist বলিয়া খ্যাত, যাহারা তাহাদের কাজের ফলে উল্লাসিত। আল্লাহতায়ালার সাথে তাহাদের জিবন্ত সম্বন্ধ নাই, তাঁহার শক্তিতে ভরসা নাই। তারপর, তাহারা যে কাজ করে নাই, তাহারা মনে করে, সে জন্যও যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়। অথচ, তাহারা তাহা করে নাই।

لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا
و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا
تحسبنهم بمفازة من العذاب -

["লা তাহ্সাবান্নাল্ লাজিনা ইয়াফরাহুনা বিমা আতাও ওয়া ইউহিব্বুনা আই ইউহ্মাদু বিমা লাম্ ইয়াফয়ালু ফালা তাহ্সাবান্নাহুম্ বিমাফাজাতিম্ মিনাল আযাব"] - "মনে করিবেন না যে, তাহারা খোদার আযাব হইতে নিরাপদ। তাহাদের জন্য ভয়ঙ্কর আযাব আছে। কিন্তু যে দল আল্লাহর নাম লইয়া মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ওয়া সাল্লামের পতাকা উচ্চ করিবার জন্য এবং ইসলামী শিক্ষা দুনিয়ায় প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজের বহু দুর্বলতা সত্ত্বেও দণ্ডায়মান হয়, তাহারা যাহা কিছু খোদার হুজুরে পেশ করে, তাহাতে তাহারা স্ফীত হয় না, গর্ব করেনা এবং যে কাজ তাহারা করে নাই, সে সম্পর্কে ত গর্ব করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এই সব মানুষ খোদাতায়ালার কহরের আযাব হইতে নিরাপদ। কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দীরা আল্লাহতায়ালার শাস্তির লক্ষ্যস্থল হইয়া আছে। কুরআন করীমের যে সকল সুসংবাদ মুসলমানগণকে দেওয়া হইয়াছে, এবং কুরআন করীমের যে সকল সতর্কবাণী ইসলাম বিরোধীদিগের সম্বন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী ইহা জরুরী যে যাহারা নিজের উপর ভরসা করে এবং যাহা করিবার শক্তি নাই তাহাও যাহারা ঘোষণা করে, তাহারা কৃতকার্য হয় না। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়েন এবং দুনিয়ার অবস্থার জ্ঞান রাখেন, এরূপ বন্ধুগণ

জানেন যে, অধুনা রাজনৈতিক নেতাগণ এমন সব ডঙ্কা পিটান যে মানুষ শুনিয়া হয়রাণ হয়। যেমন হিটলার তাহার সময়ে ঘোষণা করে যে, সমগ্র পৃথিবী গ্রাস করিবে। অথচ, তখনও সেই অস্ত্র বাহির হয় নাই। হিটলার "ইউহিব্বুনা আঁই ইউহমাদু বিমা লাম ইয়াফায়ালু" ['যাহারা পছন্দ করে যে, তাহারা যাহা করে নাই, তজ্জন্য যেন প্রশংসা করা হয়"] আয়াতাংশের অধীনে আসিয়া পড়িল হিটলার বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, এরূপ অস্ত্র নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে, যাহা বিজয়ের জন্য যথেষ্ট এবং তাহার বিপক্ষ কখনো জয় লাভ করিতে পারিবে না। দুনিয়া যাহা করে এবং দুনিয়া যাহা করে না, তাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা যাহা করে তাহা এই যে, তাহাদের শক্তি লইয়া বড়াই করে এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয় এবং তাহাদের স্বার্থের খাতিরে মানুষের ন্যায্য অধিকার পদদলিত করিতে উদ্যত হয় এবং ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا।

("যাহা করে নাই, তাহার জন্যও প্রশংসা চায়) এবং অন্যদেরকে ভয় দেখানোর জন্য তাহারা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিবৃতি দেয়, বা কোনো সময় দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রাজনৈতিক নেতারা এইরূপ করিয়া থাকেন। فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب

এখন এই সব লোক অকৃতকার্যতার আযাব হইতে কখনও রক্ষা লাভ করিতে পারে না। আর যাহারা খোদাতায়ালার উপর ভরসা করে এবং খোদাতায়ালার জামাতভুক্ত, তাহারাই খোদাতায়ালার ফজলে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

খোদাতায়ালা সব কুদরত ও শক্তির মালীক তিনি على كل شيء قدير ['আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর] যাহা করিতে চান, তাহা করিয়া থাকেন। কেহ তাহাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি রাখে না। বিশ্ব জোড়া তাঁহারই হুকুম চলে এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ হয়। খোদাতায়ালা ইহাই চাহিয়াছেন যে ইসলামের 'গালবা'—বিজয় ও প্রাধান্যের জন্য এই জামানায়, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এক সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আধ্যাত্মিক পুত্র 'মাহদী' জন্মগ্রহণ করেন। ফলে, মাহদী পয়দা হইয়াছেন। তিনি চাহিলেন যে, এই জড় জগতে মাহদীর এত বিরুদ্ধাচারিতা হউক যে, তাঁহার সফলতার কোনো সম্ভাবনা আপত-দৃষ্টিতে গোচরীভূত না হয়। বস্তুতঃ সেই বিরুদ্ধবাদীগণ সৃষ্টি হইল। তারপর, তিনি ইহা চাহিলেন যে, ইহা সত্ত্বেও যাহা কিছু বাহ্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছিল তাহা হইবে না এবং মাহদী অকৃতকার্য হইবেন না। মাহদীর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা, যেমন 'খেলাফতে রাশেদার' জামানায় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই ঝাণ্ডা ছিল। বিশাল রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাট কিসরার মোকাবিলায় মুসলমান সৈন্যগণের সেনাধ্যক্ষের হাতে যে ধ্বজা ছিল, বা রোমক সম্রাট কৈসরের মোকাবিলায় সিরীয় রণাঙ্গনে মুসলিম সেনাপতিগণের হস্তে যে পতাকা ছিল, তাহা তাঁহাদের ছিল না এবং সমসাময়িক খলিফাগণেরও ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ছিল মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা। তেমনি আজ এই অর্থেই মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঝাণ্ডা মাহদীর হস্তে খোদা এই চাহিয়াছেন যে, পৃথিবীর শক্তিগুলিকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করান এবং

পৃথিবীকে জানান যে, যদি তোমরা সকলে একত্রিত হইয়াও আমার এই স্কীম, আমার এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা কর, তবে তোমরাই অকৃতকার্য হইবে। বস্তুতঃ মাহ্দী একাকী ছিলেন। তিনি এক হইতে দুই হইলেন। পরে, দুই হইতে দুই সহস্র হইলেন পরে, দুই সহস্র হইতে কয়েক লক্ষে পরিণত হইলেন তিনি শুধু ভারতবর্ষে ছিলেন পরে তিনি বাহিরে গেলেন। আজ সারা বিশ্ব ব্যাপ্ত (এবং তাঁহার জামাতের সংখ্যা কোটির উপরে।) তাঁহার প্রতি যেমন আদেশ ছিল তিনি পেয়ারের সাথে, প্রেমের সাথে এক হস্তে ইসলামের সৌন্দর্য নিয়া এবং অন্য হস্তে ইস্‌লামের কল্যাণ (এহ্সান) লইয়া হাজির হইলেন এবং বিশ্ববাসীর নিকট তিনি ইসলামী শিক্ষা উপস্থাপিত করিলেন। পাঞ্জাবীতে একটি বড়ই প্রিয় চলতি কথা আছে "ফেরনা!" তিনি ধীরে ধীরে বিশ্বশক্তি সমূহের 'ফেরনা' আরম্ভ করিলেন। কু'আন শরীফে আমাদিগকে বলা হইয়াছে:

او لم یروا انا نا تی الا رض ننقصها
من اطرافها - (الرعد : ایت ۴۲)

খোদার তকদীর কি তাহারা দেখে না, কিরূপে ক্রমশঃ খোদার প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে? তারপর, বৃষ্টি যেমন বিভিন্ন সময়ে বর্ষিত হইয়া একটা কাঁচা দেয়ালের নিম্নাংশ ক্ষোদন করিতে থাকে, অর্থাৎ বৃষ্টির ফলে অল্প অল্প মাটি খসে, এবং এক সময়ে দেয়াল ধসিয়া পড়ে। তেমনি দুনিয়ার শক্তিগুলির সারসত্তা কাঁচা দেয়াল অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়। ধীরে ধীরে ঐ ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি উহা দেখিতে পায় এবং বুঝে যে, খোদাতায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যে সব ওয়াদা করিয়াছিলেন, ঐ গুলি পুর্ণ হওয়ার দিন আসিয়াছে।

কিন্তু—এবং এই 'কিন্তু' বড় গুরুত্বপূর্ণ। যে দায়িত্ব আহ্মদীয়া জামাতের উপর ন্যস্ত উহা ত স্ব স্থানে বলবৎ আছে। এ জন্য আপনারা এ সব বিষয় সম্মুখে রাখিবেন। আপনারা আপনাদের শক্তি ও বল দ্বারা ঐ কাজ করিতে পারেন না, যাহা খোদাতায়ালা তাঁহার শক্তি যোগে আপনাদের দ্বারা করাইতে চান। এক পলক বা এক সেকেণ্ডের জন্য যখন আপনারা আপন পরম দাতা 'রব্বে করীম' হইতে দূরে গমন করেন, আপনাদের জন্য ব্যক্তিগত বা বংশ বিশেষ বা সমষ্টিগতভাবে ধ্বংসের কারণ হয়। সাবধান থাকিয়া ধ্বংস হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করুন। বিনয়পন্থা অবলম্বন পূর্বক খোদাতায়ালার হুজুরে এই বলিতে বলিতে নত থাকিবেন যে, 'হে খোদা, যে কাজ তুমি দিয়াছ, উহার গুরুত্ব আমরা বুঝি এবং আমাদের অক্ষমতাও আমরা জানি। আমরা আমাদের ক্ষমতায় ইহা করিতে পারি না। তোমার সাহায্য ছাড়া এই গুরু-ভার কার্য উদ্ধার হইতে পারে না। এজন্য তোমার ওয়াদানুযায়ী আমাদের সাহায্যার্থ আইস। এ কারণে নহে যে, আমরা আমাদের জন্য কিছু চাই, বরং এই কারণে, যে, তোমার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য ইসলামের এই 'গালবা' বা বিজয় ও প্রাধান্য চাই। ইহার প্রতি-শ্রুতি তুমি দিয়াছ যে, ইস্‌লাম সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিবে। ইনশাআল্লাহ ইসলাম বিস্তার লাভ করিবে। খোদা করুন, ঐদিন শীঘ্র আসুক।'

অনুবাদ :—এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
('দাওয়াতুল আমীর' গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর — ১৬)

সময়ের সাক্ষ্য :

কতকগুলো নিদর্শন হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য এককভাবে প্রযোজ্য—অর্থাৎ এগুলো একমাত্র তাঁরই জন্য বৈশিষ্টামণ্ডিত। এই নিদর্শনসমূহ তাঁর সময়ের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই এবং হওয়ার কথাও ছিল না। এই ধরনের নিদর্শনাবলী যদি আজ পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহ'লে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সময় সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে এ ধরনের নিদর্শনাবলীর পূর্ণতা প্রতিশ্রুত কাল নির্ধারণের জন্য বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

কোন কোন নিদর্শন অপূর্ণ থেকে যেতে পারে। কিন্তু এর ফলে প্রতিশ্রুত কালকে চিনতে কোন অসুবিধা হতে পারে না। কেননা এ ধরনের কিছু কিছু নিদর্শন কতগুলো অজ্ঞ বা স্বার্থান্ধ বিপথগ্রস্ত লোকের কল্পিত বিষয়াবলী ছাড়া কিছুই নয়, অথবা এগুলো ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ রূপক বিষয়ও হতে পারে নিদর্শনাবলী সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। রোগীর রোগনির্ণয় করতে গিয়ে কোন ডাক্তার শুধু একটি বা দু'টি উপসর্গের দিকে লক্ষ্য করেন না। বিভিন্ন অসুখে একই উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মূল কথা হলো—সবগুলো নিদর্শন সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং দেখতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে এই সকল নিদর্শনের প্রেক্ষিতে হযরত রসুল করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রতিশ্রুত কালের বর্ণনা কতখানি পূর্ণ হয়েছে কিম্বা অপূর্ণ রয়ে গেছে। ব্যক্তি, স্থান অথবা সময়ের বর্ণনা সামগ্রিক হওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন বিষয় যেন অন্তর্ভুক্ত থাকে। হাদীসের গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তি করে আমরা এই নিদর্শনাবলীকে কতকগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি : (ক) ধর্মীয় নিদর্শনাবলী, (খ) সামাজিক নিদর্শনাবলী, (গ) নৈতিক নিদর্শনাবলী, ঘ) রাজনৈতিক নিদর্শনাবলী, ঙ প্রাকৃতিক এবং মহা-জাগতিক নিদর্শনাবলী, ইত্যাদি।

হাদীসের প্রসিদ্ধ সংকলনের আলোকে যদি আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব কালের নিদর্শনাবলী একত্রিত করে অনুধাবন করি এবং সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে বর্তমানে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখি, তাহ'লে আগমন-

কারী ব্যক্তির সত্যাসত্য সহজেই প্রমাণিত হবে। এই সকল নিদর্শন এত বেশী ব্যাপক এবং তথ্য-বহুল যে, ব্যক্তি বিশেষ অথবা দল বিশেষের পক্ষে এগুলো জাল করা অসম্ভব ব্যাপার। এই সকল নিদর্শন তিরমিজি শরীফে (আবওয়াবুল ফিতানে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রতিশ্রুত সময়ের ধর্মীয় নিদর্শনাবলী ঃ

সর্বপ্রথমে সাধারণ ধর্মীয় অবস্থার কথাই ধরা যাক। হযরত রসুল করীম (সাঃ) পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস এবং কিস্‌রা (Chosroes) এবং সিজারের (Caesar) রাজ-পদবীর অবলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

اذا هلك الكسرى لا كسرى بعده ، و اذا هلك القيصر لا قيصر بعده

অর্থ :— এই "কিসরার মৃত্যুর পর আর কোন কিসরা হবে না এবং এই সিজারের মৃত্যুর পর আর কোন সিজার হবে না।" (তিরমিজি, বাবুল ফিতান)।

অন্যদিকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অন্যান্য ধর্মের উপর ইহার প্রাধান্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন :

"কেয়ামতের দিনে অধিকাংশ লোক হবে রোমানদের মধ্য হতে অথবা পৃথিবী রোমানদের অধীনে চলে যাবে।"

রোমের পতনের পর খৃষ্টধর্মের প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এক অত্যাশ্চার্য ঘটনা ছিল। প্রথমতঃ সিজারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় -যদিও কিছুকাল পর্যন্ত 'সিজার' পদবী কনষ্টান্টিনোপলের শাসকগণ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কনষ্টানটিনোপলের পতনের পর এই নাম-মাত্র পদবীও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তদানীন্তন পরিচিত জগতের সর্বস্থানে খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। হিজরী দশম শতাব্দী হতে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়ষ এবং সপ্তদশ শতাব্দী হতে) একদিকে মুসলমানদের পতন এবং অন্যদিকে খৃষ্টানদের পুনর্জাগরণের সূত্রপাত হতে থাকে।

যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেইসময়, আজ যে সকল স্থানে খৃষ্টধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে সেইসব স্থানে এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। এখন বিগত প্রায় একশত বছর ধরে খৃষ্টানজাতি সমূহ জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা "রোমানরা পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে"—এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

এখানে আরো স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন কোন মুসলিম মনীষীর মতানুসারে— বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানের মতে, খৃষ্টধর্মের পৃথিবীব্যাপী প্রাধান্য লাভ অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে এমন একটি নিদর্শন যা সর্বশেষে পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল, যাতে নিদর্শন সমূহের পূর্ণতা সম্পর্কিত চিত্রটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রতিশ্রুত সময়ে মুসলমানদের অবস্থা :

সেই প্রতিশ্রুত সময়ে মুসলমানদের অবস্থা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তাদের অবস্থা খুবই দুর্বল এবং দারিদ্রপূর্ণ হবে, অনেক মুসলমান দাজ্জালের অনুসারী হবে—যা বর্তমান কালে মুসলমানদের উপর খৃষ্টান জাতিসমূহের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে তাছাড়া অনেক মুসলমানের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনাবলী খৃষ্টধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এবং মুসলমানদের দুর্বল অবস্থার পরিচায়ক—আর এই প্রক্রিয়া পৃথিবীব্যাপী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিশ্রুত সময়ে মুসলমানদের বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তারা "কদর" বা আল্লাহতায়ালার সর্বশক্তিমানতার উপর বিশ্বাস রাখবে না বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ অবস্থাই হয়েছে—বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের প্রভাবে আল্লাহ্‌তা'লা সম্বন্ধে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, যাকাত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে না। প্রতিশ্রুত যুগের এই নিদর্শন আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছে। যে সব দেশে যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত হয় সেখানে অনিচ্ছাকৃতভাবে যাকাত দেওয়া হয় এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই সেখানে কেউই যাকাত সম্বন্ধে খেয়াল করে না হয়তো ব্যক্তিবিশেষ যাকাতের টাকা আদায় করে থাকে—কিন্তু তার দ্বারা যাকাত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মূলতঃ যাকাত আদায় করা এবং সঠিকভাবে যাকাতলব্ধ অর্থ বিতরণ করা ইসলামী সংগঠন বা সমাজের অবশ্যকরণীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন কালের একটি নিদর্শন যা হযরত রসুল করীম (সাঃ) উল্লেখ করেছিলেন তা হলো দুনিয়ার প্রতি মুসলমানদের আসক্তি বর্ধিত হওয়া। যে পার্থিব স্বার্থ প্রথম যামানার মুসলমানদের জন্য গৌণ বিষয় ছিল আজ তা ধর্মের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই পার্থিব আসক্তি ও লালসার প্রবনতা লক্ষ্যনীয়।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব কালের আর একটি চিহ্ন হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস পাওয়া। নামায পড়া হলেও সত্যিকার মনোনিবেশ ও নিষ্ঠা সহকারে খুব কম লোকই নামায পড়ে। অনেক সময় নামাযে সিজদা ও উঠা-বসা খুবই অশোভনীয় দ্রুততার সংগে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং আভ্যন্তরীণ বিষয় সমূহের চাইতে উহার বাহ্যিকতার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নামাযের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিকেই গভীরভাবে মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা দৈনন্দীন জীবনে অতি অল্প লোকই হৃদয়ঙ্গম করে। (ক্রমশঃ)

ভাবানুবাদ : মোহাম্মদ খাদেমের রহমান

একটি অতি জরুরী তাহ্‌রীক

"যে এই দুনিয়ায় তাল্লহ্‌তায়ালার ঘর বানায়, পরলোকে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে বাসগৃহ বানান"। ইহা সুবিখ্যাত হাদীস। ইহার বাস্তবায়ন স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকের জন্য সমভাবে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের আকর। ইহার তাহরীক যখন আল্লহ্‌তায়ালার খলিফা দ্বারা হয়, তখন ইহা অধিকতর বরকতের কারণ হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, মহামহিমাময় আল্লাহ্‌র মওউদ খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) জামাতের ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদটি বানাইবার আদেশ দিয়াছেন এবং ইহার দ্রুত পূর্ণ নির্মাণের জন্য বার বার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আজও প্রাপ্ত একপত্রে হযরত আকদাস (আইঃ) এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"May Allah enable you to bring the construction of your Mosque to a speedy completion." অর্থাৎ "আল্লাহ্‌ আপনাদিগকে আপনাদের মসজিদের নির্মাণ কার্য দ্রুত সুসম্পন্ন করিতে তৌফিক দিন।"

আমরা গম্বুজ ও দুই মিনারা ছাড়া দোতালার নির্মাণ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রথমে আড়াই লক্ষ টাকা এষ্টিমেট করিয়া আমাদের ভগ্নিগণকে এই টাকা দানের সুযোগ দিয়াছিলাম। এই মোবারক তাহ্‌রীকে সাড়া দিয়া আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নিগণ এ যাবৎ স্বর্ণে ও নগদ টাকায় যে টাকা দিয়াছেন, তাহার মূল্য দুই লক্ষ এক হাজার টাকা। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে টাকা পাওয়ার সংগে সংগে হযরত আকদাস (আইঃ) এর আদেশ পালনে দ্রুত নির্মাণ কার্য শুরু করা হয় এবং এ যাবৎ দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকার মত খরচ হইয়া গিয়াছে। আশা করি আমাদের ভগ্নিগণ তাঁহাদের জন্য ধার্যকৃত টাকা অবলম্বে দান করিবেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও বরকত লাভ করিবেন।

কার্যের অগ্রগতির সহিত দেখা যাইতেছে যে, দ্রব্য মূল্যের আধিক্যের জন্য মিনারা ও গম্বুজ সহ মসজিদের নির্মাণ কাজ, বিজলী, লাইট, ফ্যান ও মাইক ফিটিং এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাদির, যথা সিওয়ারেজ, গ্যাস লাইন ফিটিং আয়োজন সম্পূর্ণ করার জন্য আরও সাড়ে চারি লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

সুতরাং এখন সব আহ্‌মদী ভ্রাতার উপর বাকী টাকার জরুরত পুরণের দায়িত্ব বর্তিয়াছে। গত ২৬/৬/৭৭ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলার সর্বসম্মতিক্রমে ফয়সালা অনুযায়ী জামাতের পুরুষ মেম্বারগণের মধ্যে সৌভাগ্যশালী ভ্রাতাগণকে বিশেষভাবে এবং অন্যদেরকে সাধারণভাবে তাহরীক করা যাইতেছে তাঁহারা মসজিদ ফাণ্ডে মুক্ত হস্তে চাঁদা দ্রুত দিবেন এবং জামাতের কর্মকর্তাগণ মুরুব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবানের সহযোগীতায় জামাতে বিশেষ প্রচেষ্টা করিয়া চাঁদা উঠাইয়া অবিলম্বে অত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের ঘর দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করায় সহায়তা করিবেন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার ফযল ও বরকত লাভ করিবেন।

স্মরণ রাখিবেন, মহামহিমাময় আল্লাহ্‌র এবাদতের ঘর বাংলাদেশের জামাতী মরকজে পূর্ণ নির্মাণের জন্য তাঁহার মওউদ খলিফার ডাক আসিয়াছে। সেই ডাককে সফল করা আমাদের প্রত্যেকের উপর ফরয। আরও স্মরণ রাখিবেন, এ দেশ এ যাবৎ আল্লাহ্‌র কোন খলিফার পদধূলি লাভে ধন্য হয় নাই। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এ দেশে শুভাগমনের বহু আকাংখা রাখিতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহাকে আমরা এ দেশে পাই নাই। আজ আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফযল যে, তাঁহার বর্তমান মওউদ খলিফা এ দেশে শুভাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মসজিদের দ্বার উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে তিনি শুভাগমন করিবেন। ইহার আয়োজনে আমাদের পক্ষ হইতে এখন চরম কুরবাণীর সময় আসিয়াছে। পরম সৌভাগ্য লাভ করিতে চরম কুরবাণীর প্রয়োজন। সুতরাং এই সুবর্ণ সুযোগকে সফল করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর ও সক্রিয় হউন।

পবিত্র কুরআনের আদেশ অনুযায়ী আপনারা নেক কাজে প্রতিযোগীতা করুন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার এই মর্কেজী এবাদত ঘর বানানোর কাজে সাবেকুন ও আউয়ালুন হইতে সচেষ্ট হউন। আমাদের প্রত্যেক ভ্রাতাকে রুহুল কুদ্দুস সাহায্য করুন।

আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেক নামাযের সময় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সকাতর প্রার্থনা নিবেদন করিবেন যেন তিনি আমাদিগকে তাঁহার মনোনীত খলিফার দ্বারা ন্যাস্ত পবিত্র ও মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পুরণে সফলকাম করেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। ওয়াসসালাম। ইতি

দ্রষ্টব্য ঃ—লাজেমী চাঁদা আদায় ও প্রেরণে
যেন শৈথিল্য না আসে।

খাকছার
মোহাম্মাদ
আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor A H Muhammad Ali Anwar